শা'ফাআতে রসূল

ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ও অসীলাহ

ফরীদ আহমদ

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

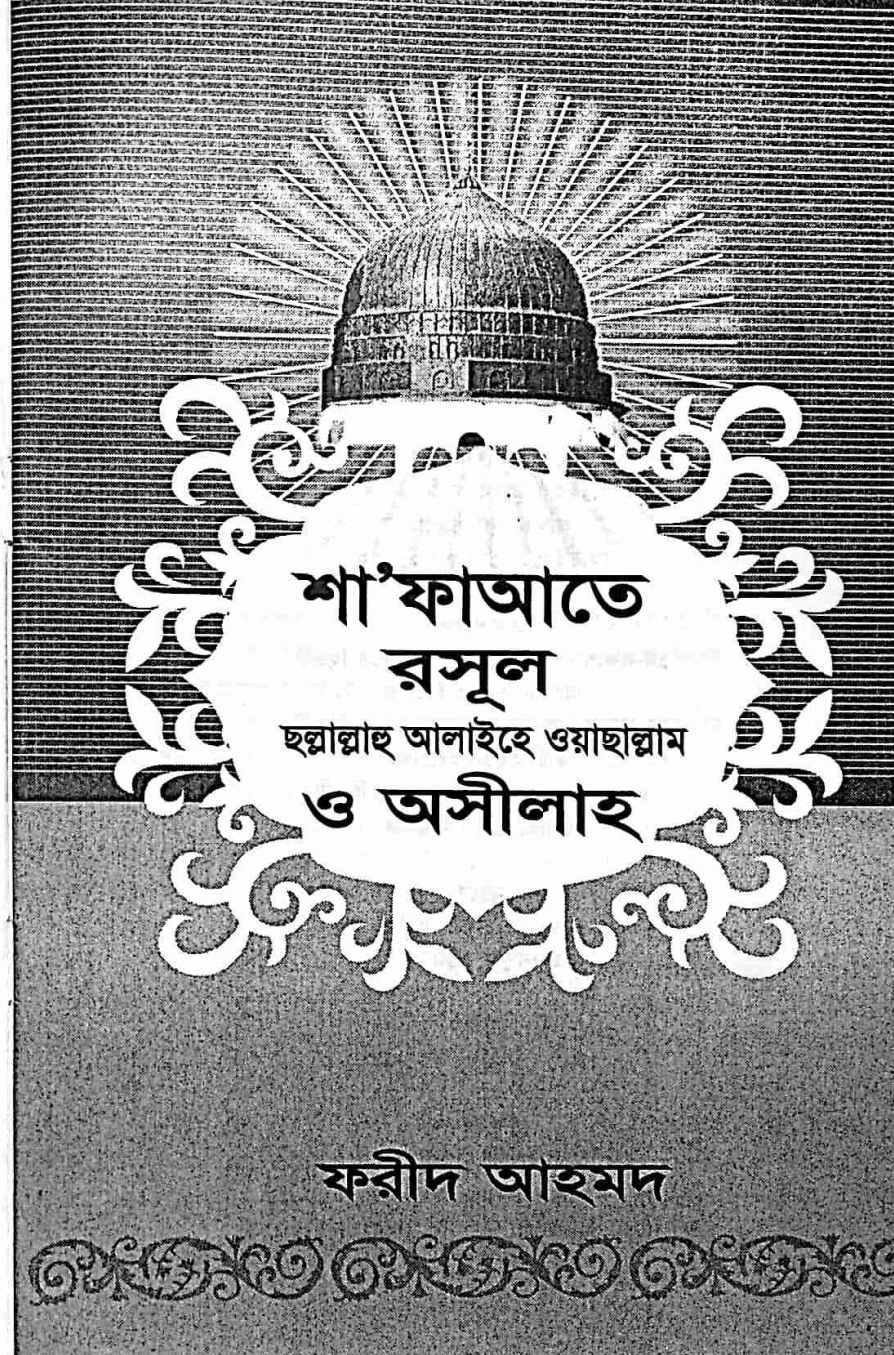

শাফা'আতে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ও অসীলাহ

ফরীদ আহমদ
ই বা চ
আলেক্কা চুয়ানী রোড, কালামিয়া বাজার,
পূর্ব বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১১৯২-০৫৮০৬৭

প্রকাশনায়
রেজায়ে মুস্তফা পাবলিকেশন্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৫-৮২১২৫২

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ : রবিউল আওয়াল, ১৪১৪ হিজরী
আগস্ট, ১৯৯৩ ইংরেজি
২য় প্রকাশ : রবিউল আওয়াল, ১৪৩১ হিজরী
মার্চ, ২০১০ ইংরেজি
৩য় প্রকাশ : ১৭ রমজান, ১৪৩৬ হিজরী
জুলাই, ২০১৫ ইংরেজি

মুদ্রণে
রংধনু কোয়ারিটি প্রিন্টার্স
চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া
৩৫/- (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

পরিবেশনায়
মোহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-৬১৮৮৭৪, মোবাইল : ০১৮১৯-৬২১৫১৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম ভূমিকা

পবিত্র কোরআন-হাদীছের অপপ্রয়োগ এবং অপব্যাখ্যার মাধ্যমে "শাফাআতে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ও অসীলাহ্‌কে যাহারা শিরক আখ্যায়িত করিতেছে, তাহাদের প্রতিবাদে এবং সরল পথের প্রত্যাশীদের খেদমতে নগণ্য পাথেয় হিসাবে, পেশ করিবার আশায়, তথ্য সংগ্রহে অনুপ্রাণিত হইয়াছি। ক্ষুদ্র যোগ্যতা বলে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা লিখিয়া পরে টাইপ করাইয়া অনেকের খেদমতে পেশ করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে অনেকের সুপরামর্শ লেখাগুলিকে পাঠযোগ্য করার পথে সহায় হইয়াছে।

পাথরঘাটার মঞ্জুর বিল্লাহ সাহেবের প্রচেষ্টায় স্থানীয় দৈনিক নয়া বাংলা গত অক্টোবর/নভেম্বর ১৯৯২ সালে কয়েক দফায় প্রকাশ করিয়াছে।

আকারে ছোট করার জন্য পবিত্র বাণী সহ সংগৃহীত দলিলসমূহের সরল অনুবাদই শুধু পাঠক সমীপে পেশ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে যে কেহ পার্শ্বে উল্লেখিত সূত্রে উহার মূল মতন (Text) দেখিয়া লইতে পারিবেন। অধিকন্তু, দয়া করিয়া আমার ভুল ত্রুটি আমাকে জানাইলে ভবিষ্যতে শুদ্ধ করিয়া লইতে পারিব।

ফরীদ আহমদ
আগস্ট ১৯৯৩ ইং

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

সূচী

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শাফা'আতে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম	
১	শাফা'আতে রসূলের অর্থ	৫
২	সকল প্রকারের শাফা'আত মহান আল্লাহর অধিকারে	৬
৩	রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে শাফা'আতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে	৭
৪	শাফা'আতের ফল যাহারা পাইবে না	৯
৫	ইন্তেকালের পর নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মান-মর্যাদা পূর্ববৎ রহিয়াছে এবং উম্মতের জন্য এস্তেগফার করিবার প্রমাণ	১১
৬	মৃত ব্যক্তি জড় পদার্থের সাথে মিশে যায়, ইহা কাফের মুশরিকদেরই দর্শন	১৬
৭	কেয়ামতের দিনে শাফা'আতে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম	১৯
	অসীলায়ে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম	
৮	অসীলার অর্থ	২৫
৯	মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ভূপৃষ্ঠে আগমণের পূর্বে তাঁহার অসীলাহ করিয়া প্রার্থনা করিবার প্রমাণ	২৭
১০	মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জনৈক অন্ধ ছাহাবীকে তাঁহার বরকতময় নাম লইয়া প্রার্থনা করিবার জন্য শিক্ষা দিয়াছেন	২৮
১১	হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতযুগে বৃষ্টির জন্য যেই ভাষায় প্রার্থনা করা হইয়াছে	২৯
১২	ইসলামের নামে আধুনিক (বেদআতী) সংগঠকদের পরিচয়	৩১
১৩	শেখুন নজদের ঐতিহাসিক পরিচয়	৩৮
১৪	উপসংহার	৩৯

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শাফা'আতে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম

সমগ্র প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি মানুষের মনগড়া সকল উপাস্যের বেলায় ফরমাইয়াছেন, "নাই, নাই কোন উপাস্য।" তোমাদের মনগড়া লক্ষ-কোটি দেবতা, ঐগুলি কিছুই না। তাহাদের পূজা করার কোন অর্থ নাই। একমাত্র আল্লাহ্‌ই সমগ্র সৃষ্টির উপাস্য। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহর প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক, যাঁহার মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজের পরিচয় যাহা দিয়াছেন, শুধু তাহাই আল্লাহ্‌র পরিচয়। সেইভাবেই তাঁহাকে চিনিতে হইবে এবং উপাসনা করিতে হইবে। যিনি ঘোষণা করিয়াছেন:

«كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ».

"জাহেলিয়তের সকল ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি আমার পায়ের নীচে।" [মিশকাত, বিদায় হজ্ব, পৃ. ২২৫]

আরও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহার পরিবার-পরিজন ও ছাহাবায়ে কেরামের উপর।

শাফা'আতে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের অর্থ

শাফা'আতে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের অর্থ মহান আল্লাহ্‌র দরবারে উম্মতের পক্ষে রসূলের সুপারিশ। মহান আল্লাহ্‌র দরাবরে সুপারিশ করার বিষয়টি পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিল। যুগে যুগে নবী রসূলগণ শাফা'আতের বাস্তব নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন। পূর্বেকার নবীদের প্রচারিত ধর্ম-বিশ্বাস যেইভাবে বিকৃত করা সম্ভব হইয়াছিল সেইভাবে শাফা'আতের বিষয়ও সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রচারিত ধর্মের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তিনি ফরমাইয়াছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ [الحجر:٩]

"নিশ্চয় কোরআন আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমিই উহা সংরক্ষণ করিব।" [সূরা হিজর :৯]

ফলে শেষ নবীর প্রচারিত ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ যেমন আল্লাহ্ তাঁহার পছন্দ করা মো'মেন বন্দাদের দ্বারা সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন। তেমনি শাফা'আতে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

বিষয়টিও সুরক্ষিত রহিয়াছে। কোরআন-সুন্নাহ এবং উম্মতের আদর্শবান লোকদের লেখা দেখিলে উহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে, ইনশাআল্লাহ্।

সকল প্রকারের শাফা'আত মহান আল্লাহ্র অধিকারে

মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শত্রুদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের বিচারে বিশ্বাস করিত, তাহারা নিজেদের মুক্তির জন্য নিজেরা অনেক শাফা'আতকারী নির্বাচন করিয়া উহাদের পূজা করিত এবং বলিত "উহারা আমাদের পক্ষে শাফা'আত করিবে।" এই মনগড়া দেবতাদের সম্পর্কে তাহারা আরো বলিত,

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللهِ زُلْفَىٰٓ [الزُّمر:٣]

"আমরা উহাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে পূজা করি।" [সূরা যুমার : ৩]

এই সব মনগড়া সুপারিশকারী সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ কোরআন শরীফে স্পষ্ট ভাষায় ফরমাইয়াছেন,

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلَّهِ الشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا [الزُّمر:٤٣-٤٤]

"তাহারা কি আল্লাহ্কে বাদ দিয়া অন্যদেরকে সুপারিশকারী ঠিক করিয়া নিয়াছে? আপনি বলুন, তাহাদের ক্ষমতায় কিছু না থাকিলেও এবং তাহারা কিছু না বুঝিলেও কি সুপারিশ করিতে পারিবে? হে রসূল! আপনি বলিয়া দেন, সকল প্রকারের শাফা'আত আল্লাহ্র অধিকারে।" [সূরা যুমার : ৪৩-৪৪]

يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ [البقرة:٢٥٤]

"কেয়ামতের সেই দিনে বেচা-কেনা নাই, বন্ধুত্ব নাই, নাই কোন সুপারিশ।" [সূরা বাকারা : ২৫৪]

مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ [غافر:١٨]

"জালেমদের এমন কোন বন্ধু বা সুপারিশকারী নাই, যাহার কথা রাখা হইবে।" [সূরা গাফের : ১৮]

مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ [البقرة:٢٥٥]

"এমন ব্যক্তি কে? যে আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া তাহার নিকট শাফা'আত করিতে পারিবে? [সূরা বাকারা : ২৫৫]

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا [مريم:٨٧]

"আল্লাহ্র কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লোক ছাড়া অন্য কেহ সুপারিশ করিতে পারিবে না।" [সূরা মরিয়ম : ৮৭]

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ [الأنبياء:٢٨]

"আল্লাহ্ যাহাদের উপর সন্তুষ্ট আছেন শুধু তাহাদের জন্য সুপারিশ করা যাইবে।" [সূরা আম্বিয়া : ২৮]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে শাফা'আতের বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া গিয়েছে যে, মনগড়া সুপারিশকারী যাহাদেরকে মুশরিকরা নির্বাচন করিয়াছে, সেইগুলি আল্লাহ্র দরবারে কোন যোগ্যতা রাখে না। তবে মহান আল্লাহ্ দয়া পরবশ হইয়া যাহাকে অনুমতি দিবেন একমাত্র সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র দরবারে শাফা'আত বা সুপারিশ করিতে পারিবেন। একমাত্র অনুমতিপ্রাপ্ত শাফা'আতকারীরাও যে কোন লোকের পক্ষে শাফা'আত করিতে পারিবেন না, করিলেও মহান আল্লাহ্ গ্রহণ করিবেন না। মহান আল্লাহ্ যাহাদের উপর সন্তুষ্ট আছেন শুধু তাহাদের জন্য শাফা'আত করিতে পারিবেন।

রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে শাফা'আতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে

শাফা'আতের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ্ নিজে এই কথা ঘোষণা করার পর মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ [التوبة:١٢٨]

"অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট একজন রসূল আসিয়াছেন। তোমাদেরকে যাহা বিপন্ন করে, উহা তাঁহার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, বিশ্বাসীদের জন্য তিনি স্নেহময় ও পরম দয়ালু।" [সূরা তওবা : ১২৮]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ [آل عمران:١٥٩]

"আল্লাহ্র রহমতে আপনি তাহাদের প্রতি কোমলপ্রাণ হইয়াছেন। আর যদি কঠোর চিত্ত হইতেন তবে তাহারা আপনাকে ছাড়িয়া যাইত। আপনি তাহাদের ক্ষমা করুন এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" [সূরা আলে এমরান : ১৫৯]

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ [الأنبياء:١٠٧]

"হে রসূল, আপনাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত হিসাবে পাঠানো হইয়াছে।" [সূরা আম্বিয়া :১০৭]

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾ [التوبة:١٠٣]

"তাহাদের সম্পদ হইতে ছদকা গ্রহণ করুন, উহার দ্বারা আপনি তাহাদেরকে পবিত্র এবং পরিশোধিত করিবেন এবং তাহাদের জন্য দোআ করুন। নিশ্চয় আপনার দো'আ তাহাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" [সূরা তওবা :১০৩]

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾ [النساء:٦٤]

"রসূল এই জন্যই প্রেরণ করিয়াছি যে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে শুধু তাহার আনুগত্য করিবে। আর যদি তাহারা নিজেদের নফসের প্রতি জুলুম করে (কোন প্রকারের গুণাহের কাজ করে ফেলে) এবং আপনার নিকট আসে, অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাহাদের জন্য রসুলও ক্ষমা প্রার্থনা (শাফা'আত) করেন তখন আল্লাহ্কে ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু হিসাবে পাইবে।" [সূরা নিসা : ৬৪]

কোরআনে পাকের আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায় যে, মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে মহান আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টির জন্য কল্যাণ ও রহমত হিসাবে পাঠাইয়াছেন। তিনি শুধু শাফা'আতের অনুমতিপ্রাপ্ত নহেন, বরং তাঁহাকে মো'মেনদের পক্ষ হইয়া শাফা'আত করিবার নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। আর তাঁহার উম্মত, যাহারা ভুলত্রুটি করিয়া অনুতপ্ত হয় তাহাদেরকে বলা হইয়াছে, রসূলকে দিয়া এস্তেগফার বা সুপারিশ করানোর জন্য।

নবী করীম ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের হাদীছ এবং ছাহাবাদের হাদীছ (আচার) লেখা বিশ্বস্ত কিতাবসমূহে দেখা যায় যে, আল্লাহ্র অনুগত বন্দা, নবীপ্রেমিক আদর্শ ছাহাবাগণ, তাহাদের সমূহ সমস্যা লইয়া মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের খেদমতে হাজির হইতেন এবং আল্লাহ্র

দরবারে তাঁহাদের পক্ষে শাফা'আত করিবার জন্য আকুল আবেদন করিতেন। কেহ বলিয়াছেন, হেদায়তের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করুন। আবার কেহ বলিয়াছেন, ইলম (শিক্ষা) স্মরণ রাখার জন্য দো'আ করুন। কেহ আসিয়াছেন রোগ মুক্তির জন্য। আবার একত্রিত হইয়া নবীর দরবারে দরখাস্ত করিয়াছেন, মহামারীর বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করিবার জন্য। কখনও বা অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি রোধের জন্য। মো'মেনদের আশ্রয়দাতা, আল্লাহ্র প্রিয় নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম প্রত্যেকবার তাঁহাদের জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে হাত উঠাইয়াছেন। মো'মেনগণ নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শাফা'আতের ফল লইয়া তুষ্ট হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থসমূহে এইসব ঘটনার বহু বিবরণ বিদ্যমান।

অবশ্য কেহ কেহ মোহাম্মদ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রতি সহানুভূতি রাখিলেও মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ হিসাবে তাঁহার নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করাকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত মানের হানি মনে করিত, তাহারা হেদায়ত পাওয়ার যোগ্য নহে। মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন,

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ﴿٥٦﴾ [القصص:٥٦]

"হে নবী! আপনি পছন্দ করিলেও তাহাদেরকে হেদায়েত করিতে পারিবেন না আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করিবেন।" [সূরা ক্বাছছ : ৫৬]

শাফা'আতের ফল যাহারা পাইবে না

মুশ্রিকের ন্যায় আল্লাহ্র রাজত্বে কাহাকেও অংশীদার মনে করে না। প্রকাশ্যে মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রতি ঈমান রাখে। কাফেরদের মত ইসলামের মৌলিক বিধিও লঙ্ঘন করে না। কিন্তু মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মান-মর্যাদা মো'মেনদের ইজ্জত অন্তর দিয়া সহ্য করিতে পারে না এবং মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও তাঁহার উম্মতে মরহুমার বিরুদ্ধে কূট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। এরাই ইসলামের পোষাক পরা শয়তানের বিষদাঁত। প্রিয়নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শাফা'আতের কোন ফল তাহারা পাইবে না। আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয়নবীকে মোনাফেকদের জন্য দো'আ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহাদের কূট-কৌশলের সকল-রহস্য আল্লাহ্ তাঁহার হাবিবকে জানাইয়া দিয়াছেন। মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন:

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

[التوبة:٨٠]

"হে নবী, আপনি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন বা না করেন, আপনি যদি সত্তরবারও সুপারিশ করেন তথাপি আল্লাহ্ তাহাদেরকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। কেননা, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের সঙ্গে কুফরি করিয়াছে। আল্লাহ্ ফাসেকদেরকে হেদায়ত করেন না।" [সূরা তওবা : ৮০]

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٦﴾ [المنافقون:٦]

"হে নবী, আপনি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন বা না করেন উভয়ই সমান। আল্লাহ্ কখনও তাহাদেরকে ক্ষমা করিবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফাসেকদের পথ দেখান না।" [সূরা মোনাফেকুন : ৬]

এই আয়াত যাহাদের লক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদেরই প্রতিকৃতি, মুশরিকদের অর্থপুষ্ট আন্তর্জাতিক ইহুদী ষড়যন্ত্রের গোপন হাত, আধুনিক মোনাফেকের দল বিশ্বের সর্বত্রই মো'মেনদের ঈমান নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে। পূর্বাপর আয়াতসমূহে বর্ণিত মূল বিষয়কে বাদ দিয়া, কোথাও গোপন কলমের মাধ্যমে, কোথাও প্রকাশ্য জনসমাবেশে বলিয়া বেড়াইতেছে, 'নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যতবারই সুপারিশ করুক না কেন, কোন ফল হইবে না কোরআনেই তাহার প্রমাণ।" অথচ পূর্বের আয়াতে দেখা যায়, মোনাফেকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া যাওয়ার পর যখন ছাহাবায়ে কেরাম, তাহাদেরকে (মোনাফেকদেরকে) বলিলেন, তোমাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া গিয়াছে। মহান আল্লাহ্ তাঁহার হাবীবকে সব জানাইয়া দিয়াছেন। তবে এখনও সময় আছে, তোমরা মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দরবারে যাইয়া তাঁহাকে দিয়া সুপারিশ করাইয়া নিতে পার। ছাহাবাদের আহ্বান এবং মোনাফেকদের প্রত্যাখ্যানের বর্ণনা মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন,

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٥﴾ [المنافقون:٥]

"আর যখন বলা হইল, আস! তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রসূল এস্তেগফার করিবেন, তখন তাহারা অহংকারে মুখ ফিরাইয়া লইল।" [সূরা মোনাফেকুন : ৫]

ইমাম কুরতুবী (রাঃ) উক্ত আয়াতের তফসীরে লেখিয়াছেন, মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মুখ ফিরাইয়া লইতেছিল, তখন বলিতেছিল, "তোমরা ঈমান আনিতে বলিয়াছ, আমি ঈমান আনিয়াছি, আমার মালের যাকাত দিতে বলিয়াছ তাহাও দিয়াছি, এখন মোহাম্মদকে ছেজদা করা ছাড়া আর বাকী কি আছে?" তখনই মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন,

"সুপারিশ করা না করা উভয়ই সমান।" [সূরা মোনাফেকুন : ৬]

মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের কাছে যাইয়া সুপারিশ চাওয়াকে যাহারা ছেজদা করার সমতুল্য তথা পূজা করা মনে করে এমন চিহ্নিত মোনাফেকদের জন্য নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সুপারিশ মহান আল্লাহ্ কবুল করিবেন না।

ইন্তেকালের পর নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মান-মর্যাদা পূর্ববৎ রহিয়াছে এবং উম্মতের জন্য এস্তেগফার করিবার প্রমাণ

মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ইন্তেকালের পর ইসলামের নামে নবগঠিত দলের লোকেরা আল্লাহ্র বাণী: "সকল প্রকারের শাফা'আত আল্লাহ্র অধিকারে" পাঠ করিয়া বলে, 'শাফা'আতের মালিক যেহেতু আল্লাহ্ নিজে সেই হেতু নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের কাছে শাফা'আত চাওয়া আল্লাহ্র মালিকানায় নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে অংশ দেওয়ার সমান। অতএব, উহা শিরক। আর নবী-রসুলসহ যে কোন মৃত ব্যক্তিকে ডাকা এবং মৃতের কাছে কোন সাহায্য চাওয়া শিরক। যাহারা অনুরূপ করে তাহারা প্রতিমা পূজারী অপেক্ষা নিকৃষ্ট মুশরিক।'

মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁহার নিকট শাফা'আত তলব এবং উহার সুফলপ্রাপ্তির বিষয় ইতিপূর্বে অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফলে ইন্তেকালের পর তাহার নিকট শাফা'আত তলব এবং উহার ফল পাওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেননা, সকল মো'মেন মুসলমানের আকিদা-বিশ্বাস এই যে নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁহার মান-মর্যাদা মহান আল্লাহ্র কাছে পূর্ববৎ রহিয়াছে। উম্মতের পক্ষ হইতে এস্তেগফার করা বা সুপারিশ করা, ইহাতো দুনিয়ার কোন কাজ নয়। ইহা রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কর্তৃক তাঁহার মহান প্রভুর কাছে আবেদন-নিবেদনই মাত্র। ইহা তো আম্বিয়া কেরামের বরজখি জীবনের স্বাভাবিক অবস্থান।

মে'রাজুন্নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের বর্ণনায়, আম্বিয়া কেরামের বরজখি জীবনের বাস্তব নমুনা পাওয়া যায়। তাঁহাদের সহিত ছালাম

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

ও দো'আ বিনিময়, তাঁহাদের আকার-আকৃতি এবং মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের পেছনে এক্তেদা করিয়া জামাতের সহিত তাঁহাদের ছলাত আদায় করা ইত্যাদির বর্ণনা বোখারী-মুসলিমসহ সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

(মে'রাজের বর্ণনার দীর্ঘ হাদীছ যাহা লেখকের প্রকাশিত কিতাবুল ঈমান গ্রন্থে সবিস্তারে আছে।)

মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রতি সম্মান দেখানো ও নম্র আচরণের জন্য মহান আল্লাহ্ তাঁহার কিতাবে যে আদব শিক্ষা দিয়াছেন, ছাহাবায়ে কেরাম মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ইন্তেকালের পরেও তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ۞

[الحجرات:٢]

"তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বর হইতে উঁচু করিবে না।" [সূরা হুজরাত : ২]

নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁহার পাশে মসজিদে নববীতে কেহ শব্দ করিয়া কথা বলিত না। একদা দুইজন লোক নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মসজিদের ভিতর শব্দ বড় করিয়া কথা বলিতেছিল হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদেরকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনারা কোথায় দাঁড়াইয়াছেন, জানেন কী? আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন? তাহারা বলিল, তায়েফ হইতে।"

হযরত ওমর (রঃ) বলিলেন, "মদিনার বাসিন্দা হইলে কঠিন শাস্তি পাইতে।" অর্থাৎ বাহিরের লোকের এই ব্যাপারে এলম বা জ্ঞান না থাকার কারণে শাস্তি রহিত হইল। অন্যথা যাহারা জানে তাহাদের জন্য নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের পাশে শব্দ বড় করিয়া কথা বলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। [তফসীরে ইবনে কছীর]

একই অর্থে বর্ণিত বোখারী শরীফের হাদীছ:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ. فَجِئْتُهُ بِهِمَا. قَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالاَ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[رواه البخاري]

(যাহা লেখকের প্রকাশিত কিতাবুল ঈমান গ্রন্থের মধ্যে নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা এখনো নিষেধ শিরোনামে আনা হইয়াছে।)

নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দাফন সম্পন্ন হওয়ার তিনদিন পর এক আ'রাবী (গ্রাম্য লোক) নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের কবরের পাশে দাঁড়াইয়া ছালাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, হে রসূল, মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন, "আর যদি তাহারা নিজেদের নফসের প্রতি জুলুম করে এবং আপনার নিকট আসে, অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাহাদের জন্য রসূল ক্ষমা প্রার্থনা করেন তখন আল্লাহ্কে তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু হিসাবে পাইবে।" আমি আসিয়াছি আপনার নিকট আমার প্রভুর কাছে ক্ষমা চাহিবার জন্য, আপনি আমার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন। এইভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দরবার হইতে প্রার্থনা কবুল হইবার সুসংবাদ লইয়া ফিরিয়াছেন উক্ত গ্রাম্য লোকটি। বর্ণনা করিয়াছেন, ইমাম কুরতুবী এবং ইবনে কছীর তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ তফসীরের মধ্যে উল্লেখিত আয়াতের তফসীরে। ইমাম নববী বর্ণনা করিয়াছেন 'আল-ঈজা' নামক গ্রন্থে নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জেয়ারত অধ্যায়ে। ইহা ছাড়া অধিকাংশ তফসীর ও জিয়ারতের কিতাবে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

হযরত ওমরের খিলাফত যুগে যখন অনাবৃষ্টির কারণে দুর্যোগ চলিতেছিল, তখন এক ব্যক্তি নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের কবরের পাশে আসিয়া বলিতেছিল, 'হে আল্লাহ্র রসূল, আপনার উম্মতের জন্য আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টির আবেদন করুন। কেননা, তাহারা (পানির অভাবে) ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। উক্ত লোক স্বপ্নে নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নিকট হইতে বৃষ্টির সুসংবাদ পাইয়া হযরত ওমরকে বলিয়াছেন, আরও বলিয়াছেন, আল্লাহ্র রসূল আপনাকে ছালাম দিয়াছেন। ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, ইমাম বাইহেকী, ইবনে কছীর, ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী প্রমুখ তাঁহাদের বিশ্ববরেণ্য কিতাবসমূহে।

ইমাম মালেক (রাহ.) ও খলীফা আবু জাফর মনসুরের কথোপকথন

نَاظَرَ أَبُوْ جَعْفَرٍ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَالِكًا فِيْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ : ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ الْآيَةَ [الحجرات:٣]. وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﴾ الْآيَةَ [الحجرات:٤]. وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ الْآيَةَ [الحجرات:٥]. وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا. فَاسْتَكَانَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ، وَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ : وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ، وَهُوَ وَسِيلَتُكَ، وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلِ اسْتَقْبِلْهُ، وَاسْتَشْفِعْ بِهِ، فَيُشَفِّعَهُ اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ الْآيَةَ [النساء:٧٥]. [الشفا بتعريف حقوق المصطفي : ٥٢٠٣]

আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফরকে নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মসজিদে শব্দ বড় করিয়া কথা বলিতে দেখিয়া ইমাম মালেক (রঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মো'মেনীন, এই মসজিদে কণ্ঠস্বর উঁচু করিবেন না। কেননা, মহান আল্লাহ্ জাতিকে আদব শিক্ষা দিয়াছেন, "তোমরা নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের স্বরের উপর স্বর উঁচু করিও না" (পূর্ণ ... আয়াত) এবং প্রশংসা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, "নিশ্চয় যাহারা রসূলের কাছে কণ্ঠস্বর নামাইয়া ফেলে" (পূর্ণ ... আয়াত) আবার শাসন করিয়াছেন, "নিশ্চয় তাহারা আপনাকে ঘরের পিছন হইতে উচ্চস্বরে ডাকে" (পূর্ণ ... আয়াত)। "নিশ্চয় তাঁহার মান-মর্যাদা জীবিত অবস্থায় যেইরূপ-মৃত্যুর পরেও অনুরূপ সমান।" বাদশা আবু জাফর ইহা শ্রবণে অসহায়ের মত অতি কাতরতা প্রকাশ করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, হে আবদুল্লাহর পিতা (ইমাম মালেকের ডাক নাম), মোনাজাত করার সময় কেবলার দিকে মুখ করিব? না আল্লাহ্র রসূলের দিকে মুখ করিব? জবাবে ইমাম মালেক বলিলেন, রসূলের দিক হইতে কেন মুখ ফিরাইবেন? তিনি আপনার এবং আপনার বাবা আদম (আঃ)-এর জন্য কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্র দরবারে অসীলাহ হইবেন বরং রসূলের দিকেই মুখ করেন এবং রসূলের কাছে শাফা'আত তলব করেন। আল্লাহ্ আপনার প্রার্থনা কবুল করিবেন।" মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন, "আর যখন তাহারা নিজেদের নফসের উপর জুলুম করে এবং আপনার নিকট আসে" (পূর্ণ ... আয়াত)। [শেফা শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪১]

নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ [الأنبياء:١٠٧]

"সমগ্র সৃষ্টির জন্য আপনাকে শুধু রহমত স্বরূপ পাঠানো হইয়াছে।" [সূরা আম্বিয়া : ১০৭]

সমগ্র সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্র এই রহমত কেয়ামত পর্যন্ত কোন প্রকারের বিরতি ছাড়াই নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু থাকিবে। রসূলের হায়াত যেমন রহমত, তেমনি মৃত্যুও রহমত।

كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ وَمَوْتِي خَيْرٌ لَكُمْ. [الشفا بتعريف حقوق المصطفي : ٥٢٠٣]

যেমন নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "আমার ইহজীবন এবং পরজীবন দুইটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ।" [শেফা শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৬]

অবশ্য রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জীবদ্দশায় যেইভাবে তিনি উম্মতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করিয়াছেন, ইন্তেকালের পর ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যেমন তিনি জীবিত থাকাকালীন বৃষ্টির জন্য দো'আর অনুষ্ঠান পরিচালনা করিয়াছেন। আর তাঁহার ইন্তেকালের পর অনুরূপ অনুষ্ঠান পরিচালনা করিয়াছেন তাঁহারই চাচা হযরত আব্বাস (রঃ) "যখন অনাবৃষ্টিতে দুর্যোগ হইল, তখন হযরত ওমর (রঃ) আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালেব (রঃ)-এর দ্বারা বৃষ্টির প্রার্থনা করাইয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. [رواه البخاري]

"হে আল্লাহ্, আমরা আমাদের নবীকে অসীলাহ করিয়া বৃষ্টির প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আপনি তখন বৃষ্টি দান করিয়াছেন। এখন নবীর চাচাকে অসীলাহ করিয়া বৃষ্টির প্রার্থনা করিতেছি, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।"

বোখারী শরীফে বর্ণিত এই হাদীছের মূল মতনের ইহাই সহজ বাংলা অনুবাদ। হ্যাঁ, বোখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ শরাহ ফতহুল বারীর লেখক ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হযরত ওমরের বক্তৃতার অংশ এবং হযরত আব্বাসের (রঃ) মুনাজাতের অংশ বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। তখন হযরত ওমর (রঃ) জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَى الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ، فَاقْتَدُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللهِ. [فتح الباري: ٢٩٢٠٦]

"হে জনগণ, সন্তান তাহার পিতাকে যেইরূপ দেখে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আব্বাস (রঃ)-কে সেইরূপ দেখিতেন। অতএব, হে জনতা, আপনারা রসূলের চাচা আব্বাসের মাধ্যমে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে একতেদা করেন এবং তাঁহাকে আল্লাহ্‌র প্রতি অসীলাহ্ ধরেন।"

হে আব্বাস, আপনি দো'আ করেন। হযরত আব্বাস (রঃ) তাঁহার দো'আর সময় বলিলেন,

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَمْ يُكْشَفْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ، وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ وَنَوَاصِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ. [فتح الباري: ٢٩٢٠٦]

"হে আল্লাহ্, গুনাহ ছাড়া বিপদ আসে না এবং তওবা ছাড়া উহা ছাড়ে না। আমি আপনার নবীর নিকটতম হওয়ার কারণে জাতি আমার মাধ্যমে আপনার কাছে প্রার্থনা করিতেছে। এই আমাদের গুনাহের হাতগুলি আপনার দিকে এবং তাওবার সাথে আমাদের অনুতপ্ত কপালসমূহ আপনার দিকে অবনত। আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন।" [ফতহুল বারী ৫:১৮৩]

মৃত ব্যক্তি জড় পদার্থের সাথে মিশে যায় ইহা কাফের মুশরিকদেরই দর্শন

মহান আল্লাহ ফরমাইয়াছেন:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۞ [سبا:٨]

"যাহারা কাফের তাহারা (নিজেদের মধ্যে) বলে, তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিব কি? যে তোমাদেরকে বলে, তোমাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবার পরও তোমরা কি পুণর্জীবিত হইবে? [সূরা সাবা ৭]

মানুষ মারা যাওয়ার পর জড় পদার্থের সাথে মিশে যায়, ইহা তো পরকালে বিশ্বাস করে না; সেই কাফের-মুশরিকদেরই দর্শন। তাই তৌহিদবাদী মুসলমানের পোষাক পরা মোনাফেকের দল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইয়া বলে, আমরা বরখজখী (কবরের জীবন) জীবনে বিশ্বাস করি, তবে সেই জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ কিছু জানে না। "হ্যাঁ সব কিছু আল্লাহ্ই জানেন।" এই সত্য কথার দোহাই দিয়া মহান আল্লাহ্ মো'মেনগণকে যাহা জানাইয়াছেন তাহা লুকাইয়া রাখা হইবে কেন? মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۝١٥٤ [البقرة:١٥٤]

"আর যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত বলিও না, বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা বুঝিতে পার না।" [সূরা বাকারা : ১৫৪]

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝١٦٩ [آل عمران:١٦٩]

"আর যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে কখনও মৃত মনে করিও না। বরং তাহাদের প্রভুর কাছে তাঁহারা জীবিত এবং তাঁহাদিগকে রিজিক দেওয়া হইতেছে।" [সূরা আলে এমরান : ১৬৯]

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۝٢٦ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۝٢٧ [يس:٢٦-٢٧]

"আর (যখন নিহত হওয়ার পর) বলা হইল তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে বলিয়া উঠিল, আহা আমার জাতি যদি জানিতে পারিত। আমার প্রভু আমাকে কি কারণে ক্ষমা করিলেন এবং সম্মানিতদের অর্ন্তভুক্ত করিয়াছেন।" [সূরা ইয়াসিন : ২৬ ও ২৭]

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۖ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝١٤٥ [النساء:١٤٥]

"মোনাফেকগণ তো অগ্নির নিম্নতর স্তরে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য কখনো কোন সহায় পাইবে না।" [সূরা নিসা : ১৪৫]

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

প্রিয়নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের বাণী:

وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ . فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ ، غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ».

হযরত আনাস (রঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন বন্দাকে তাহার কবরে রাখা হয় এবং তাহার সঙ্গীগণ সেখান হইতে ফিরিয়া যায়, নিশ্চয় সে তখন সঙ্গীদের জুতার শব্দ শুনিতে পায়। তাহার নিকট দুইজন ফেরেশ্‌তা আসিয়া তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এই ব্যক্তি মোহাম্মদ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সম্পর্কে কি বলিতে? মো'মিন বন্দা তখন বলিবে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র বন্দা এবং রসূল। তখন তাহাকে বলা হইবে, দোযখে তোমার স্থান দেখিয়া লও। যাহা, আল্লাহ্‌ তোমার জন্য বেহেশ্‌তের স্থান দ্বারা বদল করিয়াছেন। তখন তাহাকে উভয় স্থান দেখানো হইবে। কিন্তু মোনাফেক এবং কাফেরকে যখন বলা হইবে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলিতে? তখন সে বলিবে আমি জানি না, মানুষ যাহা বলিত আমিও তাহাই বলিতাম। তখন তাহাকে বলা হইবে, তুমি (বিবেক দ্বারা) বুঝিতে চেষ্টা কর নাই এবং (বাণীসমূহ) পাঠ করিয়াও দেখ নাই। অতঃপর তাহাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা পিটাইতে থাকিবে তখন সে এমনভাবে চিৎকার করিবে যাহা তাহার আশে পাশের মানব আর দানব ছাড়া সকলে শুনিতে পাইবে। [বোখারী, মুসলিম, মিশকাত]

ইহাই হইল বরযখী জীবনের নমুনা যাহা আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি।

মৃত ব্যক্তিকে মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নিজে ডাকিয়াছেন এবং আমাদেরকে ডাকার জন্য শিক্ষা দিয়াছেন।

বদর যুদ্ধে মুশরিকদের নিহত বড় বড় নেতাদেরকে সম্বোধন করিয়া মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "হে ওমর বিন হিসাম, হে ওতবা, হে শায়বা, হে অমুক, হে অমুক, আমার প্রভু আমাকে যে ওয়াদা দিয়াছেন তাহা আমি পাইয়াছি। তোমাদের প্রভুদের ওয়াদা তোমরা পাইয়াছ কি?

ইহা ছাড়া নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম মো'মেনদের কবরে যাইয়া হে কবরবাসী মো'মেন মুসলমান বলে ডাকিয়া সালাম দিতেন এবং আমাদিগকে কবর জেয়ারত করার নির্দেশ দিয়াছেন। সাথে সাথে হে কবরবাসী মো'মেন মুসলমান বলে ডাকার শিক্ষাও দিয়াছেন।

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাঁহাদের অনুসারী শ্রদ্ধেয় ইমামগণ আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ইন্তেকালের পরেও হে নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়া ডাকিয়াছেন এবং কাতর কণ্ঠে তাঁহার কাছে সুপারিশ চাহিয়াছেন। অধিকন্তু কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য দলিল বানাইয়া তাঁহাদের বিশ্ব বরেণ্য কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই হইল কোরআনের ভাষায় 'ছবীলিল মো'মেনীন বা মো'মেনগণের পথ আর মো'মেনদের রাস্তা ছাড়িয়া যাহারা স্বতন্ত্র রাস্তা বানাইয়া লয় তাহাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ ফরমাইয়াছেন:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ [النساء:١١٥]

"কাহারও নিকট হেদায়তের পথ পরিস্কার হইয়া যাওয়ার পরেও যদি সে রসূলের বিরোধিতা করে এবং মো'মেনদের পথ ছাড়িয়া অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যেদিকে সে ফিরিয়া যায় সেই দিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব এবং জাহান্নামে তাহাকে পৌছাইয়া দিব, আর উহা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা।" [সূরা নিসা : ১১৫]

কেয়ামতের দিনে শাফা'আতে রসুল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম

কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাসী প্রত্যেকে উহার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানে। সেই দিনের পাথেয় সঞ্চয়ের পদ্ধতি নিয়াই শুধু বিতর্ক। সেই দিন মিথ্যা, বানোয়াট যুক্তির সহজ কারখানা মুখ গহ্বরে তালা লাগানো হইবে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কথা বলিবে এবং সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আন্তর্জাতিক সকল ব্যক্তিত্ব,

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

সেই দিন কেবল আত্মচিন্তায় হারাইয়া যাইবে। থাকিবেন শুধু সমগ্র সৃষ্টির জন্য মহান আল্লাহ্‌র করুণা, রহমতে আলম, মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আবেদন করিবেন শুধু হে আল্লাহ্, আমার উম্মত, আমার উম্মত।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلاَ قَوْلَ اللهِ فِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، وَقَالَ عِيسَى: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي». وَبَكَى فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ. وَهُوَ أَعْلَمُ. فَقَالَ اللهُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ.

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আছ (রঃ) বর্ণনা করেন: একদা নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কিত মহান আল্লাহ্‌র বাণী পাঠ করিতে ছিলেন, "হে আমার প্রভু, এই সব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করিবে সেই আমার দলভুক্ত।" আর ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, "আপনি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দেন তবে নিশ্চয় তাহারা তো আপনারই দাস।" ইহার পর দুই হাত তুলিয়া ফরিয়াদ করিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ্, আমার উম্মত আমার উম্মত এবং কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। মহান আল্লাহ্ জিবরাঈল (আঃ)-কে ডাকিয়া ফরমাইলেন, মোহাম্মদ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের কাছে যাইয়া তাঁহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা কর, যদিও তোমার প্রভু অধিক জানে। জিবরাঈল (আঃ) তাঁহার কাছে আসিলে তিনি জিবরাঈল (আঃ)-কে জানাইয়া দিলেন যে, আমি আমার উম্মতের মাগফেরাত চাই। মহান আল্লাহ্ জিবরাঈল (আঃ)-কে ফরমাইলেন পুনঃ মোহাম্মদ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নিকট যাইয়া বলিয়া দাও, "আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করিব, আপনাকে দুঃখিত করিব না।" [মুসলিম, মিশকাত-৪৮৯]

মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝ [الضحى:٥]

হে নবী, "আপনার প্রভু আপনাকে এত পরিমাণ দান করিবেন যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।" [আদ্‌দোহা ৫]

এই আয়াত নাজিল হইবার পর প্রিয়নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলেন,

إذا والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار.

"তাহা হইলে আল্লাহ্‌র শপথ, আমি ততক্ষণ রাজী হইবনা যতক্ষণ আমার উম্মতের একজনও জাহান্নামে থাকিবে।' [কুরতুবী ২০/৯২]

ইমাম কুরতুবী তাহার তফসীরে আরও উল্লেখ করিয়াছেন, রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন,

يشفعني الله في أمتي حتى يقول الله سبحانه لي: رضيت يا محمد؟ فأقول يا رب رضيت.

"মহান আল্লাহ্ আমার উম্মতের জন্য আমার সুপারিশ কবুল করিতে থাকিবেন, অবশেষে বলিবেন, হে মোহাম্মদ, আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি? আমি বলিব, প্রভু হে, সন্তুষ্ট হইয়াছি।" [কুরতুবী ২০/৯০]

মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝ [يس:٥١]

"আর যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে অতঃপর যখন মানুষ কবর হইতে তাহাদের প্রভুর দিকে ছুটিয়া আসিবে।" [সূরা ইয়াসিন : ৫১]

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝ [يس:٥٣]

"ইহা হইবে এক মহানাদ, তখন তাহাদের সকলকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে।" [সূরা ইয়াসিন : ৫৩]

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ [يس:٥٤]

"বলা হইবে আজ কাহারও প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না। তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই ফল পাইবে।" [সূরা ইয়াসিন : ৫৪]

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝ [النبأ:٣٧]

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

"যিনি আসমান-জমিন ও তৎমধ্যবর্তী সব কিছুর প্রভু দয়াময়, যাহার সামনে কাহারও কথা বলার সাহস নাই।" [সূরা আন-নাবা : ৩৭]

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝ [النبأ:٣٨]

"সেই দিন রুহ এবং ফেরেশতারা কাতারবন্দি হইয়া দাঁড়াইবে, দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্য কেউ মুখ খুলিতে পারিবে না এবং তিনি যথাযথ বলিবেন।" [সূরা আন-নাবা : ৩৮]

তখন মানুষ হাশর ময়দানের বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণের জন্য পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্‌র শাহী দরবারে কথা বলার সেই লোকটির তালাশে ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। বাবা আদম (আঃ) হইতে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত বড় বড় নবী রসূলগণের কাছে যাইয়া আবেদন করিবে যে, আল্লাহ্‌র শাহী দরবারে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করুন। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজেদের অপারগতার কথা স্বীকার করিয়া বলিবেন, 'মহান আল্লাহ্‌র শাহী দরবারে কাহারও পক্ষে সুপারিশ করার তথা মুখ খোলার অধিকার নাই।' শেষ পর্যন্ত বলা হইবে আপনারা নবীগণের সর্দার মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের কাছে যান। তাঁহার পূর্বাপর গুণাহসমূহ ক্ষমা করা হইয়াছে। তাঁহাকে সুপারিশের আসন "মক্বামে মাহমুদ" দেওয়া হইয়াছে। মানুষ ইহা শুনিয়া গুণাহগার উম্মতের সুপারিশকারী মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের কাছে যাইয়া সুপারিশের আবেদন করিবে। রাহমতে আলম ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম শুনিবেন মাত্র বলিবেন, হ্যাঁ, আমিই উহার জন্য আমাকেই মহান আল্লাহ্ সুপারিশের অধিকার দান করিয়াছেন। তখনই মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম মহান আল্লাহ্‌র দরবারে সেজদায় লুটিয়া পড়িবেন এবং মহান আল্লাহ তাঁহার নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে বলিবেন, "হে হাবিব, আপনি মাথা তুলুন, আপনার কথা শুনা হইবে। আপনার সুপারিশ কবুল হইবে। আপনার আবেদন মঞ্জুর করা হইবে। তখন শফিউল মোজনেবীন, রাহমতে আলম ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহার উম্মতের প্রত্যেক মোখলেচ মো'মেনকে জান্নাতে স্থান দিবার জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আবেদন করিতে থাকিবেন। মহান আল্লাহ্ তাঁহার হাবিবের আবেদন মঞ্জুর করিয়া তাঁহার উম্মতের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত জান্নাতে পাঠাইয়া দিবেন। যাহা দেখিয়া দোজখের পাহারাদার বলিবেন, "হে মোহাম্মদ ছল্লল্লাহু আলাইহে

ওয়াছাল্লাম আপনি নিজের উম্মতের মাঝে প্রভুর 'গজব' নামটুকুও অবশিষ্ট রাখিলেন না।"

মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আরো ফরমাইয়াছেন,

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ». [رواه البخاري]

হযরত ইমরান বিন হোছাইন (রঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "আমার সুপারিশের দ্বারা দোজখ হইতে আমার উম্মতের এমন একদল লোক বাহির করিয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হইবে যাহাদের নামই হইবে জাহান্নামী।" [বোখারী, মিশকাত : ৪৯২]

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ۝ [يسين:٥٥]

"এই দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকিবেন।" [সূরা ইয়াসিন : ৫৫]

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ۝ [يسين:٥٦]

"তাঁহারা এবং তাঁহাদের সঙ্গিনীগণসহ সুশীতল ছায়ায় থাকিবেন এবং হেলান দিয়া সুসজ্জিত আসনে বসিবেন। [সূরা ইয়াসিন : ৫৬]

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ۝ [يسين:٥٧]

"তাঁহাদের জন্য সেখানে থাকিবে ফল-মূল এবং তাঁহারা আরও যাহা চায়।" [সূরা ইয়াসিন : ৫৭]

سَلٰمٌ ۣ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ۝ [يسين:٥٨]

"দয়াল প্রভুর পক্ষ হইতে বলা হইবে ছালাম।" [সূরা ইয়াসিন : ৫৮]

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝ [يسين:٥٩]

"এবং অপরাধীগণকে বলা হইবে হে অপরাধীগণ, তোমরা আজ পৃথক হইয়া যাও।" [সূরা ইয়াসিন : ৫৯]

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ [يسين:٦٠]

"হে বনি আদম। আমি কি তোমাদিগকে নির্দেশ দিই নাই যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করিও না? কারণ সে তোমাদিগের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা ইয়াসিন : ৬০]

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾ [يس:٦٣]

"ইহাই জাহান্নাম, যাহার কথা তোমাদিগকে বলা হইয়াছিল।" [সূরা ইয়াসিন : ৬৩]

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾ [يس:٦٤]

"আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা ইহাকে অস্বীকার করিয়াছিলে।" [সূরা ইয়াসিন : ৬৪]

فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾ [الشعراء:٩٤]

"অতঃপর উহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে অধোমুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।" [সূরা শো'আরা : ৯৪]

وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾ [الشعراء:٩٥]

"এবং ইবলিসের সকল প্রকারের বাহিনীকেও।" [সূরা শে'আর : ৯৫]

আর অপরাধীগণ যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের মোকাবেলায় মনগড়া সুপারিশকারী বানাইয়া ঐগুলির পূজা করিত তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলা হইবে:

وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ؕ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٤﴾ [الأنعام:٩٤]

"তোমাদের সেই সুপারিশকারীগণকে দেখিতেছি না, যাহাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করিতে তোমাদের মুক্তির জন্য তাহাদেরও কিছু ভূমিকা আছে, তাহারা কই? তাহাদের সহিত তোমাদের সম্পর্কতো ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তোমরা যাহা ধারণা করিয়াছিলে তাহাও হারাইয়া গিয়াছে।" [সূরা আনআম : ৯৪]

অপরাধীগণ নিজেরা বলিবে:

فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ [الأعراف:٥٣]

"এখন আমাদের পক্ষে সুপারিশ করার জন্য কোন সুপারিশকারী পাইব কি? তাহা না হইলে আমাদেরকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হউক, আমরা সেখানে আগে যাহা করিয়াছি তাহা বাদ দিয়া অন্য আমল করিব।" [সূরা আরাফ : ৫৩]

মনগড়া সুপারিশকারী দেবদেবীদের পক্ষে প্রচারণাকারী গণনেতাদের লক্ষ্য করিয়া তাহারা আরও বলিবে:

وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾ [الشعراء:٩٩-١٠١]

"দুষ্কৃতিকারীরা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। পরিণামে (আজ) আমাদের কোন সুপারিশকারী নাই এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নাই।" [সূরা শো'আরা : ৯৯-১০১]

আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অকাট্য দলিল দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, মহান আল্লাহ্ তাঁহার হাবীব মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে শাফা'আতের মর্যাদা দান করিয়াছেন। মোখলেছ মো'মেন মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র দেওয়া রহমতের প্রতি বিদ্বেষকারী দাজ্জালের অগ্রবাহিনী কর্তৃক ইসলামের মূল বুনিয়াদের (শির্ক, কুফর, এবাদত) মধ্যে রদ-বদল করার নিমিত্তে কোরআনের অপব্যাখ্যা করিয়া যে ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে ইহুদী-নাছারার মুখাপেক্ষী গোলাম বানাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে; তাহার প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক সজ্ঞান মুসলমানদের প্রতি অনুরোধ জানাইতেছি।

হে আল্লাহ্, আমাদের সকলকে আপনার পছন্দ করা মো'মেনদের পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"অসীলায়ে রসূল" ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জন্য যিনি তাঁহার হাবীব মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর মাধ্যমে ফরমাইয়াছেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾ [غافر:٦٠]

"তোমাদের প্রভু ফরমাইয়াছেন, আমাকেই ডাক, আমিই জবাব দিব নিশ্চয় যাহারা আমার দাসত্ব করিতে অহংকার করিবে তাহাদেরকে একত্রিত করিয়া শিঘ্রই জাহান্নামে প্রবেশ করানো হইবে।" [সূরা গাফির : ৬০]

মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর প্রতি অহরহ আল্লাহ্র শান্তি বর্ষিত হউক, যাঁহার অসীলায় সমগ্র সৃষ্টি আলোর দিশা পাইয়াছে। মহান আল্লাহ্র অমোঘ বাণী যাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। যাহাকে দিয়া আল্লাহ্ ঘোষণা করিয়াছেন:

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۝ [الجن:١٨]

"অতএব, আল্লাহ্‌র সঙ্গে আর কাহাকেও ডাকিবে না।" [সূরা জ্বীন-১৮]

যাহার জীবন পথের নাম হইল ছবীলিল্লাহ, আল্লাহ্‌র পথ। আর অহংকারে পাশ কাটিয়া স্বতন্ত্র পথ ধরার নাম হইল ছবীলিত-তাগুত-শয়তানের পথ। আরও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহার পরিবার পরিজন, ছাহাবায়ে কেরাম এবং সকল উম্মতের উপর।

মহানবী ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে অসীলাহ করিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করাকে কোন কোন বেদ'আতী ফেরকার লোকেরা শিরকের মত অপরাধ বলিয়া প্রচার করিতেছে। যাহারা নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে অসীলাহ করিয়া মুনাজাত করে তাহাদেরকে মুশরিক বলিতেছে। এমনকি প্রতিমাপূজারী মুশরিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিতেছে। কোরআন-সুন্নাহ এবং অনুসরণযোগ্য দলিল দ্বারা বিষয়টির বিচার করার দরকার।

অসীলাহ শব্দের অর্থ

অসীলাহ শব্দের অর্থ উপায়, মাধ্যম। মহান আল্লাহ্ তাঁহার হাবীবের মাধ্যমে মো'মেনদের সম্বোধন করিয়া ফরমাইয়াছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ [المائدة:٣٥]

"হে মো'মেনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং (তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য) অসীলাহ তালাশ কর এবং তাঁহার পথে জেহাদ কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।" [সূরা মায়েদা : ৩৫]

এই আয়াতের তফসীরে ইমাম কুরতুবী লিখিয়াছেন, অসীলাহ্ হইল এমন নৈকট্য যাহার মাধ্যমে কিছু চাওয়া উচিত। ইবনে কছীর লিখিয়াছেন, 'অসীলাহ' হইল যাহার মাধ্যমে মূল লক্ষ্যে পৌছা যায়। এখানে দয়াল প্রভু তাঁহার মো'মেন বন্দাদের জন্য বিশেষ দয়া 'অসীলাহ' অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়াছেন।

মহানবী ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "আজান শুনিয়া মোয়াজ্জেনের সাথে সাথে জবাব দেওয়ার পর যে ব্যক্তি বলিবে, হে আল্লাহ্ এই পরিপুর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছলাতের প্রভু, আপনি মোহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে অসীলাহ এবং মর্যাদা দান করুন এবং মকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করুন। যাহার ওয়াদা আপনি তাঁহাকে দিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি

ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না। কেয়ামতের দিনে সেই লোক নিশ্চয় আমার শাফায়াত পাইবে।" [বোখারী, মিশকাত]

আজানের দো'আ নামে পরিচিত এই হাদীছ জানে না এবং দৈনিক পাঠ করে না এমন মুসলমান অতি সামান্য। এই হাদীছে অসীলাহ্ এবং সুপারিশের আসন 'মকামে মাহমুদ'-এর কথা পরিস্কারভাবে বলা হইয়াছে যে, এই দুইটা গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার আসন মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে দেওয়ার অঙ্গীকার আল্লাহ্ তাঁহার হাবিবকে দান করিয়াছেন। আর উম্মতের প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে, তাহারা যেন তাহাদের মহান প্রভুকে তাঁহার ওয়াদার কথা স্মরণ করাইয়া বলে, প্রভু হে! আমাদের সুপারিশকারী এবং আমাদের অসীলা মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে তাঁহার মর্যাদাদ্বয় যথাযথভাবে দান করুন।

আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ মত দো'আর মধ্যে নেক আমলের অসীলাহ করার কথা এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, লতা-পাতা তথা ঔষধের মাধ্যমে রোগ মুক্তির আশা করার কথা যাহা বেদ'আতীরাও মানে, প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা।

সকল মাধ্যমের মূল মাধ্যম মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহকে নিয়াই আমাদের আলোচনা। যেহেতু মোট বাহাত্তরটি বেদ'আতী ফেরকার শেষ ফেরকা, যাহা ইহুদী ন'ছারার সর্বাধুনিক অস্ত্রের ছত্রছায়ায় বিশ্বব্যাপী ইসলামী বুনিয়াদের রদবদল করিয়া বস্তুবাদী ইসলাম বানানোর কাজে লিপ্ত, তাহাদের সহিত বির্তকের বিষয়ই হইল মহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মান মর্যাদা। অথচ নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের অসীলায় শাস্তি রহিত হয়। মহান আল্লাহ্ সুস্পষ্ট ফরমান,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۝ [الأنفال:٣٣]

"আল্লাহ এমন নহেন যে, তিনি তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন অথচ আপনি তাহাদের মাঝে অবস্থান করিতেছেন।" [সূরা আনফাল : ৩৩]

মহানবী ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ভূ-পৃষ্টে শুভাগমনের পূর্বে তাঁহার অসীলাহ করিয়া প্রার্থনা করিবার প্রমাণ

মহান আল্লাহ ফরমাইয়াছেন:

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ؗ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ [البقرة:٨٩]

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

"আর যখন তাহাদের কাছে যাহা আছে, আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তাহা সত্যায়নকারী কিতাব আসিল, যদিও ইতিপূর্বে কাফেরদের বিরুদ্ধে উহার মাধ্যমে বিজয় প্রার্থনা করা হইত, অতঃপর তাহাদের যাহা জানা তাহা যখন আসিল তখন উহার সহিত কুফরী করিল। সুতরাং কাফেরদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।" [সূরা বাকারা : ৮৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতবী (রঃ) তাঁহার তফসিরে আবুল মোফাচ্ছের হযরত ইবনে আব্বাসের (রঃ) বরাত দিয়া লিখিয়াছেন,

قال ابن عباس : كانت يهود خيبر يقاتل غطفان فلما التقوا هزمت يهود فعادت يهود بهذا الدعاء وقالوا : إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان لما بعث النبي صلى الله عليه و سلم كفروا فأنزل الله تعالى : ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة:٩٩] أي بك يا محمد إلى قوله : ﴿فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الكَافِرِينَ﴾ [البقرة:٩٩]

"বনী ইসরাঈলের লোকেরা কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আল্লাহ্‌র কাছে বিজয় প্রার্থনাকালীন বলিত: "হে আল্লাহ্' সর্বশেষ আগমণকারী উম্মী নবীর অসীলায় আমাদরে বিজয় দান করুন।" [কুরতুবী ২/২৭]

মানব পিতা হযরত আদম (আঃ) শয়তানের ধোঁকায় পতিত হইবার পর যেই সব ভাষায় প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ইহাও বলিয়াছেন, হে প্রভু! মুহাম্মদ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের অসীলায় আমাদেরকে ক্ষমা করুন। [কুরতুবী]

মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জনৈক অন্ধ ছাহাবীকে তাঁহার বরকতময় নাম লইয়া প্রার্থনা করিবার জন্য শিক্ষা দিয়াছেন

وَرَوَى النَّسَائِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ أَعْمَى قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي. قَالَ : فَانْطَلِقْ فَتَوَضَّأْ : ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ،

ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْ بَصَرِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ.

قَالَ : فَرَجَعَ، وَقَدْ كَشَفَ اللهُ عَنْ بَصَرِهِ.

ইমাম নাসায়ী হযরত ওসমান বিন হানীফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি প্রিয় নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়া আবেদন করিল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার দৃষ্টি শক্তি লোপ পাইয়াছে, আপনি আমার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করুন যাহাতে আল্লাহ্ আমাকে দৃষ্টি শক্তি পুণঃ দান করেন।" তখন মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাহাকে নির্দেশ দিলেন, "অজু করিয়া দুই রাকাত ছালাত আদায় কর এবং এই ভাষায় প্রার্থনা বা দো'আ কর। হে আল্লাহ্! আপনার রহমতের নবী মোহাম্মদের অসীলায় আপনার দিকে মনোনিবেশ করিতেছি। হে মোহাম্মদ! আপনাকে অসীলাহ করিয়া আমার দৃষ্টিশক্তি পাইবার প্রার্থনায় আমি আপনার প্রভ্‌র কাছে আমার মনোনিবেশ করিতেছি। যাহাতে তিনি তাহা কবুল করেন।" বর্ণনাকারী ওসমান বিন হানীফ (রঃ) বলেন, "উক্ত লোক পরে ঘরে প্রবেশ করিল, মহান আল্লাহ্ তাহার দৃষ্টিশক্তি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।" [শিফা ১/৩২২]

আল্লাহ্‌র প্রিয় সৃষ্টির সহিত তাঁহার সম্পর্ক দেখাইয়া দো'আ করিয়াছেন স্বয়ং নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। হে আল্লাহ্, যিনি জিবরাঈল, ইসরাফীল ও মিকাঈল এর প্রভু। ইহার দ্বারাও অনুপস্থিত ব্যক্তির নাম লইয়া প্রার্থনা করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত ওমর (রঃ)-এর খিলাফতযুগে বৃষ্টির জন্য যেই ভাষায় প্রার্থনা করা হইয়াছে

মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের এন্তেকালের পর হযরত ওমর (রঃ) তাঁহার খেলাফতকালে বৃষ্টির প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনা করাইয়াছেন মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রঃ)-এর দ্বারা। অতঃপর বলিয়াছেন,

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. [رواه البخاري]

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

"হে আল্লাহ্, আমরা আমাদের নবীকে অসীলাহ করিয়া বৃষ্টির প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আপনি তখন বৃষ্টি দান করিয়াছেন। এখন নবীর চাচাকে অসীলাহ করিয়া বৃষ্টির প্রার্থনা করিতেছি, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।"

বোখারী শরীফে বর্ণিত এই হাদীছের মূল মতনের ইহাই সহজ বাংলা অনুবাদ। হ্যাঁ, বোখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ শরাহ ফতহুল বারীর লেখক ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হযরত ওমরের বক্তৃতার অংশ এবং হযরত আব্বাসের (রঃ) মুনাজাতের অংশ বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। তখন হযরত ওমর (রঃ) জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَى الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ، فَاقْتَدُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللهِ. [فتح الباري : ٥/ ١٨١]

"হে জনগণ, সন্তান তাহার পিতাকে যেইরূপ দেখে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আব্বাস (রঃ)-কে সেইরূপ দেখিতেন। অতএব, হে জনতা, আপনারা রসূলের চাচা আব্বাসের মাধ্যমে রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে একতেদা করেন এবং তাঁহাকে আল্লাহ্র প্রতি অসীলাহ্ ধরেন।"

হে আব্বাস, আপনি দো'আ করেন। হযরত আব্বাস (রঃ) তাঁহার দো'আর সময় বলিলেন,

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَمْ يُكْشَفْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ، وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ وَنَوَاصِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ. [فتح الباري : ٥/ ١٨١]

"হে আল্লাহ্, গুনাহ ছাড়া বিপদ আসে না এবং তওবা ছাড়া উহা ছাড়ে না। আমি আপনার নবীর নিকটতম হওয়ার কারণে জাতি আমার মাধ্যমে আপনার কাছে প্রার্থনা করিতেছে। এই আমাদের গুনাহের হাতগুলি আপনার দিকে এবং তাওবার সাথে আমাদের অনুতপ্ত কপালসমূহ আপনার দিকে অবনত। আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন।" [ফতহুল বারী ৫:১৮৩]

এই হাদীছে বর্ণিত প্রসিদ্ধ ঘটনার ব্যাখ্যায় দীর্ঘ বারশত বছর পর্যন্ত কোন মনীষী বলেন নাই যে, নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম মারা গিয়াছেন, মৃত ব্যক্তিকে অসীলাহ্ করা শিরক, সেই জন্য নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জীবন্ত চাচাকে দিয়া অসীলাহ করা হইয়াছে। বরং সকলে একমত যে এই ঘটনার দ্বারা নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নিকট আত্মীয় বা প্রিয়তম উম্মতের দ্বারা প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনা করা বা তাঁহাদেরকে অসীলাহ্ করা উত্তম।

ইমাম বাইহেকী এবং তিবরানী পূর্ব উল্লিখিত ওসমান বিন হানীফ (রঃ)-এর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, অন্ধ ব্যক্তিকে দেওয়া মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শিক্ষা মোতাবেক অপর এক ব্যক্তি হযরত ওসমানের খেলাফতকালে আমল করিয়া প্রার্থনা করার পর তাহার উদ্দেশ্য হাসিল হইয়াছে। অনুরূপ অগণিত প্রামাণ্য দলিল থাকা সত্ত্বেও যাহাদের অন্তরে বক্রতা রহিয়াছে তাহারা পবিত্র বাণীসমূহের ভিতর হইতে মনগড়া কাল্পনিক অর্থ বাহির করিয়া ফিৎনার বীজ বপন করিতেই থাকিবে। মো'মেনদের পথের বিরুদ্ধে অসংখ্য যুক্তি খাড়া করিয়া নিজেরাই আল্লাহ্র একক পূজারী সাজিতে চাহিবে।

ইসলামের নামে আধুনিক সংগঠকদের পরিচয় ও তাহাদের যুক্তি সূচনাঃ

عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنَيَّ وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنَيَّ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ. رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

أَبْيَضَانِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ : «وَاللهِ لاَ تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي». ثُمَّ قَالَ : «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لاَ يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ».

"হযরত শরিক বিন শেহাব (রাঃ) বলেন, আমি খারেজী দল সম্পর্কে জানার জন্য নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ছাহাবীর সাক্ষাতের আশা করিতাম। ঘটনাক্রমে এক ঈদের দিন হযরত আবু বারজা (রঃ)-কে তাঁহার সাথীদেরসহ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। আপনি রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হইতে খারেজী দল সম্পর্কে বলিতে শুনিয়াছেন কি? তিনি বলিলেন হ্যাঁ, আমার দুই কানে রসুলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হইতে শুনিয়াছি এবং দুই চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছি। একদা রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নিকট কিছু মাল আনা হইল, তিনি তাহা বণ্টন করিলেন। তিনি তাঁহার ডান দিকের লোকদিগকে দিলেন এবং বাম দিকের লোকদিগকে দিলেন কিন্তু পিছনের লোকদিগকে কিছুই দিলেন না। তখন তাঁহার পিছন হইতে একজন দাঁড়াইয়া বলিল, হে মোহাম্মদ! আপনি এই বণ্টনে ইনসাফ করেন নাই। লোকটি কালো, মাথা মুড়ানো ছিল, শরীরে দুইটি সাদা কাপড় ছিল। ইহা শুনিয়া রসূল ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ভীষণ ক্রোধান্বিত হইয়া ফরমাইলেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা আমার পরে আমার অপেক্ষা অধিক বিচারক পাইবে না। অতঃপর তিনি ফরমাইলেন শেষ যুগে একদল লোক বাহির হইবে, সম্ভবতঃ ইহা সেই দলেরই। তাহারা কোরআন পড়িবে কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করিবেনা। তাহারা ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া যাইবে যেমন তীর ধনুক হইতে দূরে সরিয়া যায়। তাহাদের চিহ্ন হইল মাথা মুড়ানো। তাহারা (যুগে যুগে) বাহির হইতে থাকিবে। এমনকি তাহাদের শেষ ব্যক্তিটি মছিহুদ্দাজ্জালের সহিত

বাহির হইবে। তোমরা তাহাদের সাক্ষাত পাইলে তাহাদের হত্যা করিবে। তাহারা সৃষ্টির নিকৃষ্ট লোক।" [নাসায়ী, মিশকাত, পৃ. ৩০৮-৩০৯]

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : «سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"হযরত আলী (রঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, শেষ জামানায় এমন একদল লোক বাহির হইবে যাহারা বয়সে নবীন, জ্ঞানে অর্বাচীন, তাহারা সমগ্র মানবগোষ্ঠী অপেক্ষা উত্তম কথা বলিবে কিন্তু ঈমান তাহাদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করিবে না। তাহারা দ্বীন হইতে বাহির হইয়া যাইবে, যেভাবে ধনুক হইতে তীর বাহির হইয়া যায়। তাহাদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে। তাহাদের হত্যায় ছওয়াব রহিয়াছে। কেয়ামতের দিন এই ছওয়াব পাইবে।" [বোখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃ. ৩০৭]

পবিত্র বাণীর অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ

অনাগত ভবিষ্যতের বাস্তব সংবাদদাতা মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ইন্তেকালের পরপরই খেলাফতে রাশেদার যুগ হইতে উক্ত দল যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রত্যেকবারই আল্লাহ্‌র বাণীর অপব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের প্রতিপক্ষ তথা সমগ্র মুসলমান জাতিকে কাফের মুশরিক ঘোষনা করিয়াছে। হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী হইতে উক্ত দল অত্যাধুনিক মতবাদ নিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। (উল্লেখযোগ্য একই সময়ে দাজ্জালের ধর্মদর্শন গনতন্ত্রের যুগও শুরু হইয়াছে।) আল্লাহ্ ও রসূলের দোশমন কাফের মুশরিকদের মনগড়া হাতের বানানো পাথরের মূর্তিগুলোকে উপাস্য হিসাবে ডাকার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ [فاطر:١٣]

"এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো অতি তুচ্ছ কিছুরও অধিকারী নয়।" [সূরা ফাতের : ১৩]

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۖ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ

[فاطر:١٤]

"তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা তোমাদের ডাক শুনিবে না এবং শুনিলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না।" [সূরা ফাতের : ১৪]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۝ [الحج:٧٣]

"হে মানুষ। একটি উদাহরণ, উহা শ্রবণ কর, নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাকিতেছ তাহারা কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, যদিও তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া চেষ্টা করে এবং তাহাদিগের নিকট হইতে মাছি যদি কিছু লইয়া যায়, তাহাও তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। প্রার্থনাকারী এবং যাহার নিকট প্রার্থনা করা হয় উভয়ই অক্ষম।" [সূরা হজ্জ : ৭৩]

সমূহ পাঠ করিয়া শুনাইতেছে এবং নবী রসূলসহ সকল মৃত মানুষকে জড় পদার্থের সাথে তুলনা করিয়া বলিতেছে: সেই কালের অচেতন মূর্তি আর এই কালের মৃত নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মধ্যে প্রভেদ নাই। ওরা যেমন কিছু করার ক্ষমতা রাখিত না, নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামও বর্তমানে কোন ক্ষমতা রাখেন না। ঐগুলো যেমন ডাকিলে সাড়া দিত না, নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামও এখন জবাব দিতে অক্ষম। অক্ষম কাহাকে ডাকা তখন যেমন শিরক, অক্ষম নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে ডাকাও তেমন শিরক। অপরদিকে জীবন্ত শক্তিধর এমনকি আল্লাহ্ ও রসূলের প্রকাশ্য দোশমন ইহুদী-নাছারার কাছে সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে মুসলমান ভাইয়ের শানে অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র বাণী:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ [المائدة:٢]

"তোমরা একে অপরকে ভাল কাজে সাহায্য কর।" [সূরা মায়দা : ২] পাঠ করিয়া বলে, সক্ষম কাহাকে ডাকা এবং সক্ষমের কাছে সাহায্য চাওয়া বিধেয়।

তাহাদের শিরক দর্শনের মূল সূত্র হইল সক্ষম আর অক্ষম। শিরকের অর্থ যদি এই হয় তবে আমাদের নবী রসূলগণ, নমরুদ, ফেরাউনসহ তাঁহাদের যুগের উপাস্যের দাবীদার সক্ষম রাজা-বাদশাদের হাতে এত নিপীড়িত হইয়াছেন কেন? এতটুকু ছাড় দিলে তো তাঁহাদের কোন কষ্টই হইত না।

খারেজী দল সম্পর্কে (যেই দলের লোকেরা সম্মুখ সমরে পরাজিত হইয়া গুপ্ত হত্যার পন্থায় হযরত আলী (রঃ)-কে শহীদ করিয়াছিল।) হযরত আলী (রঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, এই দলের লোকেরা কি কাফের? তিনি বলিলেন, তাহারা কুফরী হইতে পালাইয়াছে, কি করিয়া কাফের বলিব। ইহার পর প্রশ্ন করা হইল, তাহা হইলে তাহারা কি মোনাফেক? তিনি বলিলেন, 'মোনাফেকগণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে তবে খুব কম। আর খারেজীরা তো আল্লাহ্‌কে সদা স্মরণ করে তাহা হইলে ওরা কারা? তিনি বলিলেন, 'তাহারা এমন একটি দল যাহারা ফিৎনায় পতিত হইয়া অন্ধ এবং বধির হইয়া গিয়াছে। [মোজাহেরে হক, মিশকাত শরীফের শরাহ, ২৯৪, ৩য় খণ্ড]

এইরূপ স্বচ্ছল, স্বজ্ঞান, পঞ্চইন্দ্রিয় বিশিষ্ট লোক যাহারা, মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের হেদায়তের ডাকে সাড়া না দিয়া অন্ধ ও বধিরের ন্যায় মুখ ফিরাইয়া লইত তাহাদিগকে, মহান আল্লাহ্ জীবন্মৃত কবরবাসী ঘোষণা করিয়াছেন। তাই মহান আল্লাহ্ তাহার প্রিয় রসূলকে খেতাব করিয়া ফরমাইয়াছেন:

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝

[النمل:٨٠]

"মৃতকে আপনার কথা শুনাইতে পারিবেন না, বধিরকেও পারিবেন না, যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।" [সূরা নমল : ৮০]

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝ [النمل:٨١]

"আপনি অন্ধদিগকে উহাদিগের পথভ্রষ্টতা হইতে পথে আনিতে পারিবেন না। যাহারা আমার নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাস করে শুধু তাহারাই আপনার কথা শুনিবে কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।" [সূরা নমল : ৮১]

একই প্রকারের বাণী সূরা রুম ৫২ ও ৫৩ আয়াত:

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ [فاطر:٢٢]

"এবং সমান নহে জীবিত ও মৃত, আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন (সৎ বাক্য) শ্রবণে সমর্থ করেন, আপনি কবরবাসীকে (হেদায়ত) শুনাইতে পারিবেন না।" [সূরা ফাতির : ২২]

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ [فاطر:٢٣]

"আপনি একজন সতর্ককারী মাত্র।" [সূরা ফাতির:২৩]

আল্লাহ্র বাণীসমূহের পূর্বাপর অর্থ বাদ দিয়া, ফিৎনায় পতিত, সৃষ্টির নিকৃষ্ট এই দলের গবেষকরা শিরকের এই উদ্ভট সংজ্ঞা বানাইয়াছে যে, "জবাব দানে অক্ষম মৃত ব্যক্তিকে ডাকা জড় পদার্থকে ডাকার সমান এবং মৃত ব্যক্তিকে শুনাইতে পারে না কোরআনেই তাহার প্রমাণ।" এমন স্বার্থান্বেষী গবেষকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ [البقرة:١٧٤]

"ক্ষুদ্র মূল্যের বিনিময়ে যাহারা সেই সব বিষয় গোপন করে যেইগুলি আল্লাহ্ কিতাবে অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ঢুকাইতেছে না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না, তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।" [সূরা বাকারা : ১৭৪]

মহানবী (সঃ)-এর পবিত্র বাণী "দো'আ হইল এবাদতের সার।" এখান হইতে একটা সহজ যুক্তি বানাইয়াছে যে, "দো'আ যেহেতু এবাদত সেহেতু দো'আর মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও নাম নেওয়া তাহাকে এবাদতের মধ্যে শামিল করা বা অংশ দেওয়া। অতএব, ইহা শিরক।" আমরা জানি এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, ইসলামের মধ্যে কালেমা তাইয়েবাসহ বাকী সকল বুনিয়াদই লটকানো রহিয়াছে মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহর নামের সাথে উক্ত নাম ছাড়া কলেমা তাইয়েবা পাঠ হইবে না। কলেমা তাইয়েবা পাঠ ছাড়া

মুসলমান হইবে না। মোহাম্মদ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নাম আল্লাহ্র নামের পাশাপাশি উচ্চারণ করিয়া মুসলমান হইতে হইবে। মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নাম ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব কই? তাহারা বলিবে ইহাতো কালেমা তাইয়েবা, এখানে তো কিছু চাওয়া হইল না। আমরা প্রশ্ন করি, কলেমা তাইয়েবাটা এবাদত কি-না? আর এবাদত হইলে অন্য যে কোন এবাদতের তুলনায় বড় না ছোট? আসল না নকল? সার না বাকল?

আমাদের তথা সমগ্র মো'মেন মুসলমানদের পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, মুনাজাতের সময় যত কিছু চাই, আল্লাহ্র কাছেই চাই। এবং আল্লাহ্ই সব কিছুর মালিক এবং দাতা, অন্য কেহ নয়। তাঁহার রাজত্বে কাহারও অণু পরিমাণ অংশও নাই। অংশীদার বা দাতা মনে করিয়া তাহার সংগে অন্য কোন কাহাকেও ডাকা যাইবে না, তাহাকেই একক মালিক এবং দাতা বলিয়া ডাকিতে হইবে। আমরা আল্লাহ্র রসুলের নির্দেশ মত, রহমতে আলমের নাম লইয়া বলি, "হে আল্লাহ্, আপনার প্রিয় নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের অসীলায় আমাদের প্রতি দয়া করুন।"

বেদআতী ফেরকার পণ্ডিতগণ আরও বলেন, অসীলাহকৃত ব্যক্তির নাম লইতে যেইভাবে বিনয়, নম্রতা প্রকাশ করা হয় উহা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য করা সম্ভব। অন্য কাহারও জন্য করা হইলে তাহাকে উপাস্যের সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া আল্লাহ্র এবাদতের সদৃশ কোন কাজ অন্য কাহারো জন্য করা হইলে উহাকে পুজাই করা হয়।

হ্যাঁ, মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নাম লইতে বিনয়, নম্রতা প্রকাশ করাতো আল্লাহ্রই নির্দেশ। আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন, মহানবী মানুষ বটে, সাধারণ মানুষের মত তাঁহাকে ডাকা যাইবে না। তাঁহার দরবারে কণ্ঠস্বর নামাইয়া কথা বলিতে হইবে। তাঁহার আনুগত্য, আল্লাহ্রই আনুগত্য। নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের হাতে শপথ গ্রহণ করা আল্লাহ্র হাতে শপথ গ্রহণ করার সমান। ছলাতের (নামাজ) ভিতর ছয় ফরজ, এর এক ফরজ হইল বৈঠক, যাহা আল্লাহ্র এবাদতেরই অঙ্গ। মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দরবারে বসিতে হইলে অনুরূপ বসিতে শিক্ষা দিয়াছেন, রুহুল আমিন জিব্রাঈল (আঃ)। বোখারী এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীছে দেখা যায়, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আগন্তুক বেশে মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দরবারে আসিয়া নামাজীর মত হাঁটু ভাজ করিয়া উরুদ্বয়ের উপর

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

হাত রাখিয়া বসিলেন এরপর ... (দীর্ঘ হাদীছ) ... অতঃপর আগন্তুক চলিয়া গেলেন ... বর্ণনাকারী হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রঃ) বলেন, প্রিয় নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমাকে উক্ত লোকটিকে চিনি কি-না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলই অধিক জানেন। হুজুর ফরমাইলেন, তিনি হইলেন জিব্রাঈল। তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসিয়াছেন। তখন হইতে আজ পর্যন্ত ইসলামী উম্মতের ধর্মীয় শিক্ষকদের সামনে বসার সময় এই নিয়ম পালন করা হয়। আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রতি সম্মান, ভক্তি, বিনয়, নম্রতা এমনকি কোন এবাদতের অঙ্গ সদৃশ কাজ করার অর্থ নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের এবাদত করা নয়। এই গুলির অর্থই হইল আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা। আর আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের নামই হইল এবাদত। এবাদত কোন বস্তুর নাম নয় যাহা খাইয়া আল্লাহ্র শরীর মোটা-তাজা হইবে। نَعُوْذُ بِاللهِ (আল্লাহ্র কাছে রক্ষা চাই)।

নামাজের ফরজ বৈঠকের মধ্যেই পাঠ করিতে হয় তাশাহ্হুদ যেখানে ইয়া নবী ডাকিয়া সালাম দিতে হয়। উহা নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামেরই শিক্ষা। যাহা অদ্যাবধি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকল মোমেন-মুসলমান একই ভাষায় পাঠ করিয়া আসিতেছে। তশাহ্হুদ শিক্ষার এ হাদীছ উম্মতের সকল হাদীছের ইমাম তাঁহাদের হাদীছ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখকের প্রকাশিত হাদীছ সংকলন 'কিতাবুল ঈমান' গ্রন্থেও ইয়া নবী বলিয়া ছালাম দেওয়া প্রত্যেক মুছল্লীর জন্য ওয়াজিব শিরোনামে আনা হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় সৃষ্টির প্রতি সম্মান দেখানোর নির্দেশ দিয়াছিলেন আজাজীলসহ সকল ফেরেশতাদেরকে:

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ [البقرة:٣٤]

"আর যখন আমরা ফেরেস্তাদিগকে বলিলাম, আদমকে সেজদা কর। ইবলিস ছাড়া সকলে সেজদা করিল। সে অহংকারে অস্বীকার করিল, সেই ছিল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।" [সূরা বাকারা : ৩৪]

অভিশপ্ত ইবলিস যুক্তি দিয়া বলিয়াছিল, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন আদমকে

আগুন ছাড়িয়া দিলে উপরের দিকে উড়িয়া যায় আর মাটি ছাড়িয়া দিলে নীচের দিকে পড়িয়া যায়। যুক্তি যত বেশী নিখুঁত এবং শক্ত "শেখুন নজদ" ইবলিস হইয়াছে তত বেশী অভিশপ্ত।

শেখুন নজদের ঐতিহাসিক পরিচয়

শেখ : শেখ অর্থ পণ্ডিত বা বড় আলেম।

নজদ : মক্কা মদীনার পূর্ব দিকে অবস্থিত অঞ্চলের নাম।

প্রচলিত অর্থ হইল ইবলিসের উপনাম বা ঐতিহাসিক পরিচয়। 'মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের হিজরতের আগের দিন তাঁহাকে হত্যা করার আইন পাশ করা হইয়াছিল। মক্কাশরীফের তখনকার মুশরিকদের গণভবন দারুন-নদওয়ায়। উক্ত বিশেষ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করিয়াছিল 'ইবলিস' নিজে। তাহার পরিচয় ছিল 'শেখুন নজদ'। মহানবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে হত্যা করা ছাড়া বাকী নির্বাসন বা বন্দী করা নদভী সদস্যগণের প্রস্তাবগুলো 'শেখুন নজদ' তাহার ধারালো যুক্তি দ্বারা নাকছ করিয়া দেয়। অভিশপ্ত আবু জাহেলের হত্যা প্রস্তাব সে সানন্দে গ্রহণ করিয়া বলে ইহার উপর আর কোন কথা হইতে পারেনা।" ইবনে হিশাম, তবারী, আল-বেদায়া আননেহায়া। এই দিন হইতে ইসলামের ইতিহাসে ইবলিস এর নামের সাথে 'শেখুন নজদ' উপাধী ব্যবহার করা হয়। এই নজদ হইতে শয়তানের শিং বাহির হইবে এবং ঐ এলাকার জন্য নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম দো'আ করেন নাই। বোখারী শরীফে বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ:

(লেখকের প্রকাশিত কিতাবুল ঈমান গ্রন্থে মুসলিম শরীফের আরো একটি হাদীসসহ শয়তানের শিং ঐখান হইতে উদয় হইবে শিরোনামে আনা হইয়াছে।)

উপসংহার

অসীলাহ শাফাআত, দুনিয়া-আখেরাত, সব কিছুই আল্লাহ্র। তিনি নিজের ইচ্ছায় মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহদেরকে তাঁহার দাসত্ব করার নির্দেশ দিয়াছেন। অন্যথায় শাস্তি নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার পক্ষ হইতে নবী রসূল পাঠাইয়াছেন। শয়তানের ধোঁকা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একমাত্র উপায় বা মাধ্যম নবী রসূলের পদাংক অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরই অসীলাহ বা শাফাআত গ্রহণযোগ্য। যুগে যুগে নবী রসূলগণ ব্যবহারিক নিয়মকানুন রদ-বদল করিলেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও তাঁহার অংশীদার করার মত কোন

কাজ বা বিশ্বাসকে কখনও বরদাস্ত করেন নাই। শিরকের মত ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের সকল রূপরেখা তাঁহারা পরিস্কার ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। শেষ নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁহার দ্বীন ইসলামের ভিত, শিরক এবং এখলাছভিত্তিক এবাদতের ব্যাখ্যাকারী নবুওয়ত প্রথার উপর সীল মারিয়া দিয়াছেন। নবুওয়তের মূল উদ্দেশ্য শির্কের উচ্ছেদ, যাহা উপস্থিত-অনুপস্থিত সক্ষম-অক্ষম, মুর্দা-জিন্দা এই যুগ-সেই যুগের কোন প্রভেদ নাই।

মায়ের বুকে দুধ আছে তাই মাকে ডাকা যাইবে। আর বাপের বুকে দুধ নাই তাই তাহাকে ডাকিলে শির্ক হইবে; এইরূপ যুক্তির বলেই তো অসংখ্য দেবতার বা উপাস্যের সৃষ্টি। যেমন দুগ্ধদেবতা "মা" (গাভী), শ্রমদেবতা, বিদ্যা দেবী, সমর দেবতা ইত্যাদি নাম। নবী রসূলের শিক্ষা হইল দুগ্ধ থাকুক আর না থাকুক কাহাকেও একক দাতা বা মালিক হিসাবে ডাকিতে পারিবে না। ডাকিলে তাহা হইবে শির্ক। ডাকিতে হইবে আল্লাহ্র দানের মাধ্যম হিসাবে। জন্মদাতা মাতা-পিতা দুগ্ধসহ ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম আর অক্ষম কোন কথা নাই, তাহাদেরকে ভক্তিভরে ডাকিতে হইবে। তাঁহাদের পায়ের তলার কাদা নিজের জিহ্বা দ্বারা পরিস্কার করিতে হইলেও কুণ্ঠা নাই। ইহাই ইসলামের বিধান, যুক্তির কোন অবকাশ এখানে অবশিষ্ট থাকিল না।

তিলের উপর তাল বসাইয়া তালকে তিল বলার মত যুক্তি ছাড়া, মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নাম লইয়া দো'আ করাকে শির্ক বলার পক্ষে আর কোন দলিল নাই।

হে আল্লাহ্! প্রিয় নবী ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রতি অহরহ শান্তি বর্ষণ করুন। তাঁহার অসীলায় আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমীন।

[সমাপ্ত]

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ.

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

রেজায়ে মোস্তফা পাবলিকেশন্স
কর্তৃক প্রকাশিত বই সমূহ

- **কিতাবুল ঈমান** - ফরীদ আহমদ
  পবিত্র কোরআনের বাণীসহ হাদীস সংকলন
  ইসলাম একমাত্র মতবাদ যাহা মানুষের রাজনৈতিক জীবনসহ সর্বাবস্থায় সরল পথের সন্ধান দেয়। এই গ্রন্থটি ঈমান, এখলাছ, শিরক, কুফর ও বেদআ'ত সম্পর্কিত পবিত্র ক্বোরআন ও সুপ্রসিদ্ধ হাদীছের একটি অনন্য সংকলন।

- **শাফা'আতে রাসূল ও অসীলাহ্** - ফরীদ আহমদ
  শাফা'আত এবং অসীলাহ্ সম্পর্কিত ভ্রান্ত আক্বীদার পণ্ডিতবর্গের উপস্থাপিত আধুনিক যুক্তি সমূহের দলীল ভিত্তিক জবাব এই পুস্তিকায় পেশ করা হয়েছে।

- **নূরে নবুওয়াত ও ই'লমুল গা'য়েব** - ফরীদ আহমদ
  ই'লমুল গা'য়েব সম্পর্কিত পবিত্র ক্বোরআনের বাণীসমূহের উল্লেখসহ সু-প্রসিদ্ধ হাদীছের আলোকে লেখা এই পুস্তিকা আলেম সমাজের নিকট ইতিমধ্যে সমাদৃত হয়েছে।

- **ইসলামী খিলাফত ও পরিপন্থী মতবাদ** - ফরীদ আহমদ
  ইসলামী রাজনীতি, ইসলামিক স্টাডিস ও ইতিহাসের পাঠক, ছাত্র ও গবেষকদের জন্য দিক নির্দেশনামূলক অতি জরুরী বই।

- **চল্লিশ হাদীস** - ফরীদ আহমদ
  ঈমান, আমল ও সন্ত্রাস উচ্ছেদের লক্ষ্যে সংগৃহীত একটি ছোট সংকলন।

- **রসূলে বেনজীর** - ফরীদ আহমদ
  মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর অনুগ্রহ রহমতে আলম মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যে সত্যই তুলনাহীন তার প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র ক্বোরআনের বাণী ও সু-প্রসিদ্ধ হাদীছের একক সংকলন।

- **বন্দনা** - ফরীদ আহমদ
  হাম্‌দ, না'ত, ইসলামী গান, কবিতা, দেশচিত্র, ভোট চিত্র, ছড়া ও নারী এখন।

- দৃঢ় বিশ্বাসের চেতনায় **নবীকূল সম্রাট**
  মূল : ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহ্‌মদ রেযা মুহাদ্দিসে বেরলভী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) অনুবাদক- জসীম উদ্দীন রেজভী

- **হযরত বড়পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী** (রঃ)(রাঃ) - শাহ্ আহমদ নবী গরিবী